নন্দীগ্রামের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, নিজেদের স্বাধীন ঐক্য গড়ে তুলুন

একজন ফেরার আসামী বিশাল এক ক্যাডারবাহিনী চালাচ্ছে, সমগ্র নন্দীগ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এক পুলিশ অফিসার গাড়ি নিয়ে তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেই আসামীর দিকে হাসিমুখে হাত নাড়ছে। এই হচ্ছে আজকের শান্তিপূর্ণ নন্দীগ্রামের চেহারা। পঞ্চায়েত ভোটের আগের দিন নন্দীগ্রাম থেকে বহু দূরে – নন্দীগ্রামে যাওয়ার পথ থেকেই সরকারি নির্দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হল কলকাতা থেকে যাওয়া বেশ কিছু সমাজে প্রতিষ্ঠিত নামীদামী লোকেদের। সমাজের উপরের তলাকার লোকেদেরই যদি এই অভিজ্ঞতা হয় তাহলে নন্দীগ্রামের মেহনতী গরিব জনগণ কী ভয়ংকর সন্ত্রাসের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। হয় সিপিএম কর, সিপিএম-এর মিছিলে হাঁটো, না হয় হাত-পা ভেঙে ঘরে বসে থাক। মাথা তুলে বিরোধিতা করার সাহস দেখালে ঘরবাড়ি জ্বলবে। মানুষ স্রেফ লোপাট হয়ে যাবে। কোনও প্রতিকার নেই, পুলিশ ও প্রশাসন দুজনেই নীরব। ঘরের মেয়ে-বউরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সি.আর.পি.অফিসারের পা জড়িয়ে আর্তনাদ করছে: আমাদের বাঁচাও। এ কোন নন্দীগ্রাম ? বাস্তবত পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ও প্রশাসনের মদতে সিপিএম-এর সন্ত্রাসকবলিত আজকের নন্দীগ্রাম। গত নভেম্বর মাস থেকে যা চলছে তারই নগ্ন বীভৎস রূপ আমরা দেখলাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকে এবং নির্বাচনের দিন। সি.আর.পি. অফিসাররা সিপিএম-এর হুমকি থেকে রেহাই পেল না। একটানা সিপিএম পার্টির সন্ত্রাসের বিবরণ, শুধু মার খাওয়া অত্যাচারিত হওয়া ধর্ষিত হওয়ার বিবরণ.... শুধু বুকফাটা কান্না, আর্তনাদ, গোঙানি। নন্দীগ্রাম মানেই কি শুধু এরকম ?

না, নন্দীগ্রাম মানে শুধুই এরকম নয় – নন্দীগ্রাম মানে প্রতিবাদ, নন্দীগ্রাম মানে কৃষক জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। নন্দীগ্রাম মানে শাসকশ্রেণীর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরাধ সংগ্রামের প্রতীক। মনে রাখতে হবে নন্দীগ্রাম মানে শুধু ১৪ই মার্চ নয়। আসল নন্দীগ্রাম ১৬ই মার্চ, যেদিন প্রায় ৪০-৪৫ হাজার মানুষ শহীদের মৃতদেহ মিছিল করে সোনাচূড়া-র দখল নিয়েছিল। সিপিএম-এর গুন্ডাবাহিনী, যারা আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেদিন তারা পালিয়ে বেঁচেছিল, পুলিশ আশ্রয় নিয়েছিল স্কুলবাড়ির ব্যারাকে। গড়ে উঠেছিল হাজার ক্ষেতমজুর-কৃষকের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ যার সামনে সরকারকে পিছু হটতে হয়েছিল। সেই নন্দীগ্রাম কোথায় গেল ? সিপিএম-এর সন্ত্রাসে সেই নন্দীগ্রাম কি শেষ হয়ে গেল ? না, নন্দীগ্রাম মানে সংগ্রাম-প্রতিরোধ – সে শেষ হতে পারে না। তা বেঁচে আছে নন্দীগ্রামের জনগণের মধ্যে, ব্যাপক শ্রমিক কৃষক খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে। তবু প্রশ্ন হল, কেন এমন হল ?

এটাই বুঝে নিতে হবে, নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনগণ তাদের সংঘবদ্ধ শক্তি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতে পারেনি। সেই শক্তি ও ক্ষমতা পার্টিদের হাতে সঁপে দিয়ে তারা নিজেদের শক্তিকে স্বেচ্ছায় হারিয়ে ফেলেছিল। হয়তো ভেবেছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পার্টিদের ক্ষমতার মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এটাই ছিল নন্দীগ্রামের হারেরর জায়গা, নন্দীগ্রামের পিছু হটার জায়গা – যা সেদিন ধরা পড়েনি, আজ ধরা পড়ল প্রচণ্ড হিংস্রতায়, অনেক রক্তক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে। তবে এখানেই শেষ নয়। নন্দীগ্রামের মানুষ আজ না হয় কাল তাদের নিজেদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে।

সাথী, সিপিএম আমাদের এমন জায়গায় এনে দাঁড় করাচ্ছে – হয় তুমি আমার দিকে নয়তো ওদের দিকে। হয় তুমি সিপিএম, নয়তো তৃণমূল। আমরা কি দাবার বোড়ে, যেখানে যে চাল দেবে সেখানে আমাদের যেতে হবে ? না, একেবারেই নয়। পশ্চিমবাংলা মানে সিপিএম-তৃণমূল-কংগ্রেসের পশ্চিমবাংলা নয়। এই পশ্চিমবাংলার মধ্যেই আছে শ্রমিক-কৃষকদের স্বতন্ত্র নতুন পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষ – যা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। শ্রমিক-কৃষকের সেই পশ্চিমবাংলা জেগে উঠেছে পুরনো সমস্ত পার্টিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে। সিপিএম তথা শাসকশ্রেণী শ্রমিক-কৃষক জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এই জাগরণকে ভয় পাচ্ছে, তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। আর তাই নন্দীগ্রামের সন্ত্রাস।

নন্দীগ্রামের পুলিশ-প্রশাসনের মদতপুষ্ট সিপিএম-এর সন্ত্রাসের তীব্র বিরোধিতা করুন। হামলা-খুন-জখম-ধর্ষণের নৃশংসতার বিরোধিতা করেই আপনার কাজ শেষ হবে না। নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক ধারার পক্ষে, তার মানে শ্রমিক-কৃষকের নতুন ধারার সংগ্রাম ও সংগঠনের পক্ষে দাঁড়াতে হবে, কলে-কারখানায় খেত-খামারে গড়ে তুলুন নিজেদের স্বাধীন সংগঠন। শাসকশ্রেণীর প্রতিটি হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, দাঁড়ানোর শক্তি সংগ্রহ করুন। আর এইভাবেই আপনারা নন্দীগ্রামের সন্ত্রাসের প্রকৃত জবাব দিতে পারবেন।

১১ই মে, ২০০৮ **শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি**

শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির পক্ষে কমল তেওয়ারী (মোবাইল: ৯৯০৩৫ ৯২০৬৪) কর্তৃক জে ৩৩ পাহাড়পুর রোড, কলকাতা ২৪ থেকে প্রকাশিত ও কমলা প্রেস, বিধান সরণী থেকে মুদ্রিত